গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট
(জুডিসিয়াল মুন্সিখানা শাখা)
www.joypurhat.gov.bd

জয়পুরহাট জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির আগস্ট ২০১৯ মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: মোহাম্মদ জাকির হোসেন
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
জয়পুরহাট

স্থান: জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, জয়পুরহাট

তারিখ: ০৬/০৮/২০১৯ খ্রি., সময়: বেলা ১০.৩০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত/অনুপস্থিত সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট ''ক'' ও ''খ'' দ্রষ্টব্য

উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করা হয়। সভার শুরুতেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শোকাবহ ঘটনাবলী স্মরণ করে ঐ দিনে শাহাদত বরণকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সদস্যগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। অতঃপর গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং কোনো সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

অতঃপর জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কিত অপরাধ চিত্র উপস্থাপন করা হয়:

মাসের নাম	ডাকাতি	দস্যুতা	সিঁধেল চুরি	চুরি	খুন	দাঙ্গা	পশু চুরি	নারী নির্যাতন	অপ-হরণ	অস্ত্র আইন	চোরা-চালান	মাদক দ্রব্য	অন্যান্য	মোট
জুলাই/১৯	-	-	২	৪	২	-	-	১২	-	১	৪	১৫০	৩৫	২১০
জুন/১৯	-	১	-	২	১	-	-	১৯	১	-	২৮	৫৮	৩৬	১৪৬
জুলাই/১৮	-	-	৩	২	১	-	১	১৭	২	২	৪৪	৬৭	৩৮	১৭৭

এ পর্যায়ে গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়।

উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বর্তমানে জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল থাকায় জয়পুরহাট জেলা প্রেসক্লাবের প্রতিনিধি সাংবাদিক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম রফিক সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৪ বিজিবি, পত্নীতলা, নওগাঁ এর প্রতিনিধি বলেন, বিজিবির ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে সীমান্ত এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল আছে। মাদকসহ সকল প্রকার চোরাচালান কমে এসেছে। তবে তাদের জনবল স্বল্পতা রয়েছে। সীমান্তে এ দেশের একটি ক্যাম্পের বিপরীতে ভারতে তিনটি ক্যাম্প রয়েছে। স্বল্প জনবল নিয়ে বিজিবি সীমান্ত এলাকায় টহলসহ সকল প্রকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। মাদকসহ সকল প্রকার চোরাচালান নির্মূল করতে বিজিবির পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় জনগণসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

জয়পুরহাট প্রেসক্লাবের প্রতিনিধি সাংবাদিক জনাব রতন কুমার খাঁ জেলার ক্ষেতলাল উপজেলা এলাকায় তাবলীগ জামাআত এর একজন সদস্য অসুস্থ হওয়ার বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্ত করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে মেয়র, জয়পুরহাট পৌরসভা বলেন, কোন এলাকায় তাবলীগ জামাআত আসলে তাদের অবস্থানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবহিত করা প্রয়োজন।

জেলা কমিউনিটি পুলিশিং এর সদস্য সচিব, জনাব নন্দলাল পার্শী জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সমাজসেবক উপাধ্যক্ষ মোঃ ওয়াজেদ আলি বলেন, প্রশাসনের সাথে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করলে সকল সমস্যা দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা সম্ভব। তিনি বলেন, মাদকের মামলায় কাউকে গ্রেফতার করা হলেও তারা অল্প সময়ের মধ্যেই জামিনে মুক্ত হয়ে আসেন। এতে করে মাদক ও চোরাচালান সংক্রান্ত সমস্যা লেগেই থাকে। তিনি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, আহবায়ক, জেলা জাতীয় পার্টি বলেন, আইন-শৃঙ্খলাসহ সকল ধরণের তথ্য যারা উপস্থাপন ও প্রকাশ করবেন সভায় সে সকল সাংবাদিকের উপস্থিতি কম থাকে যা কাম্য নয়। তিনি বলেন, ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। পৌর পিতা হিসেবে মেয়রকে এ বিষয়ে অধিক আন্তরিক হতে হবে। জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সকলে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করলে ডেঙ্গুসহ সকল প্রকার সমস্য দ্রুত সমাধান করা সম্ভব।

জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল থাকায় জনাব শ্যামল সাহা ও অধ্যক্ষ জনাব খাজা সামছুল আলম সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

প্রোগ্রাম অফিসার, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল (ওসিসি), আধুনিক জেলা হাসপাতাল, জয়পুরহাট বলেন এ সময়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রবণতা কিছুটা বেড়েছে। ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল হতে সেবা প্রদানের তথ্য প্রতি মাসে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার মহোদয়ের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রয়োজনীয় সেবার জন্য তিনি ১০৯নং এ কল করে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের অনুরোধ জানান।

ড্রাগ সুপার, জয়পুরহাট বলেন, ডেঙ্গু নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কীট শহরের পলাশ সার্জিক্যালে পাওয়া যাচ্ছে এবং গ্রাজুয়েট ডায়াগনেষ্টিক সেন্টার ও রওশন ক্লিনিকে ডেঙ্গু সনাক্তকরণের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা হচ্ছে। শহরের আরও কয়েকটি ঔষধের দোকানে ডেঙ্গু নিশ্চিতকরণ কীট রাখার এবং সঠিক দামে তা বিক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তিনি ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

ক্যাম্প কমান্ডার, র‍্যাব ক্যাম্প, জয়পুরহাট ১৫, ১৭ ও ২১ আগস্টের কথা উল্লেখ করে বলেন, আগস্ট শোকাবহ ও ঘটনাবহুল মাস। তিনি বলেন এলিট ফোর্স হিসেবে র‍্যাব মাদক নিয়ন্ত্রণ ও জঙ্গি দমনে কাজ করছে। আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে তিনি সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার ক্ষেতলাল ও পাঁচবিবি বলেন, উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, স্কাউট সদস্য, বনিক সমিতিসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশা, মশার ডিম নিধনে সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রমসহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলমান রয়েছে। সকল প্রকার গুজব প্রতিরোধে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে মসজিদের খতিবদের মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান অব্যাহত আছে। ডেঙ্গুর প্রকোপ হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত এ সকল কার্যক্রম চলমান থাকবে।

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, জয়পুরহাট সদর উপজেলা বলেন, জয়পুরহাট জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল আছে। জেলার মানুষ যাতে সুন্দরভাবে উৎসবমূখর পরিবেশে ঈদ-উল-আযহা উদ্‌যাপন করতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। শহরের জিরোপয়েন্ট পাঁচুর মোড়ে একটি স্মৃতিফলক নির্মাণের জন্য তিনি জেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ সকলকে ঈদ-উল-আযহার আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আগস্ট মাসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জয়পুরহাট শহরকে যানজট মুক্ত ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

পুলিশ সুপার, জয়পুরহাট শোকার্ত এ মাসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জেলার অপরাধ চিত্র তুলে ধরেণ এবং বলেন, দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। তিনি বলেন আইন-শৃঙ্খলা সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকলে মিলে এ সভাকে প্রাণবন্ত করতে হবে। এ জেলা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, জেলার মাটি ও মানুষ উর্বর, মানুষ অত্যন্ত ভাগ্যবান। তিনি আরও বলেন, নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে না পারলে পুলিশ বিভাগকে স্বচ্ছ করা যাবে না। ব্যক্তিগত কাজের মাধ্যমে প্রত্যেককে উন্নত কাজ করতে হবে। গুজবের কারণে যেন কোন মানুষের প্রাণ না যায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। জেলায় যে সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে তার প্রত্যেকটি সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মামলা হলে প্রাথমিক ভাবে নিশ্চিত না হয়ে কাউকে গ্রেফতার করা হয়না। কোন ঘটনা ঘটলে প্রথমে ভিকটিমকে উদ্ধার করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ঈদে ঢাকা থেকে অনেকে জেলা শহর আসার কারণে ডেঙ্গুর প্রার্দুভাব বাড়তে পারে। সুতরাং সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। সকলকে আইন মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। যে কোন সমস্যায় পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতা নেয়ার পাশাপাশি তথ্য দিয়ে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য তিনি সভায় উপস্থিত সকলের প্রতি আহবান জানান।

সভাপতি বলেন, জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণসহ জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তৎপর থাকতে হবে। প্রশাসন, পুলিশ বাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতায় জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ এবং জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ডেঙ্গু ও গুজব প্রতিরোধে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাব, স্কাউট, রোভার এবং অভিভাবকদের নিয়ে সভা করার পাশাপাশি মা সমাবেশ করতে হবে। নিজ দায়িত্বে বাড়ি ও আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। গ্রাম-গঞ্জে সকলকে সচেতন করতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডকে ডেঙ্গুমুক্ত রাখতে মাসব্যাপী প্রচার প্রচারনাসহ সকল কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় সকল কর্মচারীর রক্ত পরীক্ষা করে ব্লাড গ্রুপ নিশ্চিত করতে হবে। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে প্রয়োজনীয় মশারী সংরক্ষণে রাখতে হবে। স্কাউট, রোভার, বিএনসিসিদেরকে কাজে লাগাতে হবে। প্রতিটি মসজিদে সম্মানিত ইমামগণের মাধ্যমে ডেঙ্গু, গুজব, মাদক, জঙ্গিবাদ এবং সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড নিয়ে বক্তব্য প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া ঈদ উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহল ও নজরদারি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সকল ধরণের সতর্কতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সম্পৃক্ত সকলের সাথে দ্রুত যোগাযোগ ও তথ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সেলফোন নম্বর ও অভিযোগ প্রদান সংক্রান্ত নম্বরসমূহ দৃশ্যমান সকল স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কোরবানির পশুর হাটে জালনোট প্রতিরোধে ব্যাংকের মাধ্যমে জালনোট সনাক্তকরণ বুথ